রীতিনীতি

আমাদের দেশের চেয়ে ইওরোপে ও আমেরিকায় মলমূত্রাদি ত্যাগে বড়ই লজ্জা। আমরা হচ্ছি নিরামিষভোজী -- এক কাঁড়ি ঘাস পাতা আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটা-ভর জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরভর ছাতু খেলে; তারপর পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেললে জল খাওয়ার চোটে। গরমিকালে আমরা বাঁশ [বাঁশের নল] বার করে দিই লোককে জল খাওয়াতে। কাজেই সে-সব যায় কোথা, বল? দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা? গরুর গোয়াল, ঘোড়ার আস্তাবল, আর বাঘ-সিঙ্গির পিঁজরার তুলনা কর দিকি!

কুকুর আর ছাগলের তুলনা কর দিকি! পাশ্চাত্যদেশের আহার মাংসময়, কাজেই অল্প; আর ঠান্ডা দেশে জল খাওয়া নেই বললেই হয়। ভদ্রলোকের খুদে খুদে গ্লাসে একটু মদ খাওয়া। ফরাসীরা জলকে বলে ব্যাঙের রজ, তি কি খাওয়া চলে? এক আমেরিকান জল খায় কিছু বেশি, কারণ ওদের দেশ গরমিকালে ভয়ঙ্কর গরম। আর জার্মানরা বড্ড 'বিয়র' পান করে -- কিন্তু সে খাবার সঙ্গে নয় বড়।

ঠান্ডা দেশে সর্দি লাগবার সদাই সম্ভাবনা; গরম দেশে খেতে বসে ঢক ঢক জল। এরা কাজেই না হেঁচে যায় কোথা, আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা? এখন দেখ নিয়ম -- এ দেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, তো সে বেয়াদবির আর পার নেই। কিন্তু রুমাল বার করে তাতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়ো, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমাদের ঢেঁকুর না তুললে নিমন্ত্রক খুশিই হন না; কিন্তু পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়াটা কেমন?

ইংলন্ডে, আমেরিকায় মলমূত্রের নামটি আনবার জো নেই মেয়েদের সামনে। পায়খানায় যেতে হবে চুরি করে। পেট গরম হয়েছে, বা পেটের কোন প্রকার অসুখের কথা মেয়েদের সামনে বলবার জো নেই, অবশ্য বুড়ী-টুড়ি আলাপী আলাদা কথা। মেয়েরা মলমূত্র চেপে মরে যাবে, তবুও পুরুষের সামনে ও-নামটিও আনবে না।

ফরাসী দেশে অত নয়। মেয়েদের মলমূত্রের স্থানের পাশেই পুরুষদের; এরা এ-দোর দিয়ে যাচ্ছে, ওরা ও-দোর দিয়ে যাচ্ছে; অনেক স্থানে এক দোর, ঘর আলাদা। রাস্তার দু-ধারে মাঝে মাঝে প্রস্রাবের স্থান, তা খালি পিঠটা ঢাকা পড়ে মাত্র, মেয়েরা দেখছে, তায় লজ্জা নাই -- আমাদের মতো। অবশ্য মেয়েরা অমন অনাবৃত স্থানে যায় না। জার্মানদের আরও কম।

ইংরেজ ও আমেরিকানরা কথাবার্তায় বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। সে 'ঠ্যাঙ' বলবার পর্যন্ত জো নেই। ফরাসীরা আমাদের মতো মুখখোলা; জার্মান রুশ প্রভৃতি সকলের সামনে খিস্তি করে।

কিন্তু প্রেম-প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলে, ভায়ে বোনে বাপে -- তা চলেছে। বাপ মেয়ের প্রণয়ীর (ভবিষ্যৎ বরের) কথা নানা রকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে। ফরাসীর মেয়ে তায় অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোটপোট জবাব দিচ্ছে। চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয়। সে সব কথা কোয়া চলে। আমেরিকায় পরিবারের পুরুষবন্ধুও আত্মীয়তা হলে বাড়ীর যুবতী মেয়েদেরও শেকহ্যান্ডের স্থলে চুম্বন করে। আমাদের দেশে প্রেম-প্রণয়ের নাম-গন্ধটি পর্যন্ত গুরুজনদের সামনে হবার জো নেই।

এদের অনেক টাকা। অতি পরিষ্কারেবং কেতারদুরস্ত কাপড় না পরলে সে ছোটলোক -- তার সমাজে যাবার জো নেই। প্রত্যহ ধোপদস্ত কামিজ, কলার প্রভৃতি দুবার তিনবার বদলাতে হবে ভদ্রলোককে। গরিবরা অত শত

পারে না; ওপরের কাপড়ে একটা দাগ, একটি কোঁচকা থাকলেই মুশকিল। নখের কোণে, হাতে, মুখে একটু ময়লা থাকলেই মুশকিল। গরমিতে পচেই মর আর যাই হোক, দস্তানা পরে যেতেই হবে, নইলে রাস্তায় হাত ময়লা হয় এবং সে হাত কোন স্ত্রীলোকের হাতে দিয়ে সম্ভাষণ করাটা অতি অভদ্রতা। ভদ্রসমাজে থুথু ফেলা বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি করলে তৎক্ষণাৎ চন্ডালত্ব-প্রাপ্তি!!

পাশ্চাত্য শক্তিপূজা

ধর্ম এদের শক্তিপূজা, আধা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। 'বামে বামা ... দক্ষিণে পানপাত্রং ... অগ্রে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসং ... কৌলো ধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।[১] প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার -- মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেস্ট্যান্ট তো ইওরোপে নগণ্য -- ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে-ধর্মে জোহোবা যীশু ত্রিমূর্তি -- সব অন্তর্ধান, জেগে বসেছেন 'মা'। শিশু-যীশু কোলে 'মা'। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা' 'মা' 'মা'! বাদশা ডাকছে 'মা', জঙ্গ বাহাদুর (Field-Marshal) সেনাপতি ডাকছে 'মা', রাস্তার কোণে ভিখারি ডাকছে 'মা'। 'ধন্য মেরী', 'ধন্য মেরী' -- দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।

আর মেয়ের পূজো। এ শক্তিপূজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তিপূজো কুমারী-সধবা-পূজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয় -- সেই শক্তিপূজো। তবে আমাদের পূজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণ মাত্র; এদের দিনরাত, বার মাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান আদর, খাতির। এ যে-সে স্ত্রীলোকের পূজো, চেনা-অচেনার পূজো, ভদ্রকুলের তো কথাই নাই, রূপসী যুবতীর তো কথাই নাই। এ পূজো ইওরোপে আরম্ভ করে মূরেরা -- মুসলমান আরবমিশ্র মূরেরা -- যখন তারা স্পেন বিজয় করে আট শতাব্দী রাজত্ব করে, সেই সময়। তাদের থেকে ইওরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিহীন শ্রীহীন হল। স্বস্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস করতে লাগলো, আর সে শক্তির সঞ্চার হল ইওরোপে, 'মা' মুসলমানকে ছেড়ে উঠলেন ক্রিশ্চানের ঘরে।

[১] আনন্দস্তোত্রম্